সমকাল

তারিখ 24 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষার মান বাড়াতে নজর দিন

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩২ শতাংশের প্রশিক্ষণ নেই– এ খবর প্রকাশ হয়েছে মঙ্গলবারের সমকালে। খবরের উৎস– শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) প্রতিবেদন। কেন বিপুলসংখ্যক শিক্ষক 'প্রশিক্ষিত' নন? ব্যানবেইস বলেছে– এক, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই; দুই, প্রশিক্ষণ গ্রহণে শিক্ষকদের একটি অংশের আগ্রহ কম; তিন, অনেক প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে উৎসাহ দেখায় না। এটা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, যারা শেখাবেন, তাদেরও নিজেদের জ্ঞানের পরিসর বাড়ানো দরকার। বাংলাদেশে এ জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কিছু কোর্স চালু রয়েছে। তবে অভিযোগও রয়েছে– সব প্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন নয়। কিছু প্রতিষ্ঠান কেবলই সনদ-বাণিজ্য করছে। পদোন্নতি, বেতনের গ্রেড পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে যেহেতু প্রশিক্ষণ গ্রহণ অপরিহার্য; তাই কিছু শিক্ষক ভুল পথে চলেন। তারা শর্টকাট পদ্ধতিতে সনদ সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাতে তো মান বাড়ে না! শিক্ষার্থীদের লাভ হয় না। এটা গুরুতর অন্যায়, অনৈতিক। যারা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করেও নিজেদের 'যোগ্যতা' প্রমাণ করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব প্রধানত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। আর যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল সনদ-বাণিজ্য করছে, তাদের নিবৃত্ত ও আইনের আওতায় আনার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীরও সক্রিয়তা চাই। বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটছে। শহর ও গ্রাম সর্বত্র পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীও ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে। বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদান, বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্রীদের বেতন প্রদান থেকে অব্যাহতি– সরকারের এসব পদক্ষেপের সুফল মিলতে শুরু করেছে। এখন বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষার মান বাড়ানোর প্রতি। এ জন্য উপযুক্ত শিক্ষক থাকা চাই সব প্রতিষ্ঠানে। এ দায়িত্ব যেমন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, তেমনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, উপযুক্ত না হলে কাউকেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। একই সঙ্গে শিক্ষকদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে নিয়মিত প্রশিক্ষণের। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে এর বিকল্প নেই।